ভালেন্তিন কাতায়েভ
সাতরঙা ফুল

সাতরঙা ফুল

ছবি এঁকেছেন ভ. লোসিন

টুপ্পি
ক্যাপ্প

মেয়েটির নাম জেন্যা। মা তাকে একদিন দোকানে পাঠালেন মিষ্টি রুটি কিনতে। সাতটি রুটি কিনলে জেন্যা: কালো জিরে দেওয়া দুখানা রুটি বাবার জন্যে, পোস্ত দেওয়া দুখানা রুটি মায়ের জন্যে, মিষ্টি দেওয়া দুখানা রুটি নিজের জন্যে আর ছোট্ট একটা গোলাপী রুটি কিনলে ভাইটি পাভলিকের জন্যে। থলেতে রুটি ভরে বাড়ি রওনা হল জেন্যা। যায় যায় আর এদিক ওদিক চায়, দেয়ালের বিজ্ঞাপন পড়ে, মুখ হাঁ করে দাঁড়ায়। ততক্ষণে অচেনা এক কুকুর এসে একের পর এক খেয়ে নিলে রুটিগুলো: প্রথম খেলে কালো জিরে দেওয়া বাবার দুখানা, তারপর পোস্ত দেওয়া মায়ের দুখানা, তারপর মিষ্টি দেওয়া জেন্যার দুটো। থলেটা যেন হালকা হালকা লাগে? মুখ ফিরিয়ে দেখে জেন্যা, কিন্তু ততক্ষণে হয়ে গেছে। শূন্য থলে — শেষ রুটিটা, পাভলিকের সেই গোলাপী রুটিখানা খেয়ে দেয়ে মুখ চাটছে কুকুরটা।

'ওরে পোড়ারমুখো কুকুর!' এই বলে জেন্যা ছুটল কুকুরের পেছু পেছু।

ছোটে, ছোটে, কুকুরের কিন্তু আর নাগাল ধরতে পারে না, মাঝখান থেকে নিজেই কোথায় হারিয়ে যায়। দেখে কি, একেবারে অচেনা জায়গা। বড়ো বড়ো ঘরবাড়ির বদলে ছোটো ছোটো কুটির। ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে জেন্যা। হঠাৎ কোথা থেকে যেন এসে দাঁড়ায় এক বুড়ি।

'ও মেয়ে, ও মেয়ে, কাঁদিস কেন?'

সব কথা বুড়িকে বললে জেন্যা।

ভারি মায়া হল বুড়ির। জেন্যাকে নিজের বাগানে নিয়ে এসে বলে:

'কাঁদিস নে মেয়ে, ভাবনা করিস নে। রুটি আমার কাছে অবিশ্যি নেই, পয়সাও নেই, তবে বাগানে আমার আছে এক 'সাতরঙা ফুল', সব সে পারে। এদিক ওদিক হাঁ করে চেয়ে থাকতে ভালোবাসিস তুই, তাহলেও জানি তুই লক্ষ্মী মেয়ে। আমি তোকে দেবো এই সাতরঙা ফুল, সব সে করে দেবে।'

এই বলে বুড়ি গাছ থেকে ছিঁড়ে একটি ফুল দিলে জেন্যাকে — ভারি সুন্দর ফুল, দেখতে অনেকটা নয়নতারার মতো। তার সাতটি রঙচঙে পাপড়ি — একেক পাপড়ির একেক রঙ। একটা হলুদ, একটা লাল, একটা নীল, একটা সবুজ, একটা কমলা, একটা বেগুনি আর একটা আসমানী।

বুড়ি বললে, 'এ ফুল সাধারণ ফুল নয়। যা চাইবি সব পাবি এ ফুলের কাছ থেকে। কেবল একটা পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে বলতে হবে:

'পাপড়ি আমার, যা উড়ে যা,
পূবপশ্চিম যা ঘুরে যা,
যা উত্তর, যা দক্ষিণ,
সাঙ্গ করে প্রদক্ষিণ
যেই না এসে পড়বি ভুঁইয়ে —
ইচ্ছে উঠুক সফল হয়ে।

বলবি, এই এই হোক। অমনি সব হয়ে যাবে।'

খুব সুন্দর করে কৃতজ্ঞতা জানালে জেন্যা, তারপর ফটক পেরিয়ে বাইরে আসতেই মনে পড়ল, ফেরার রাস্তা যে জানা নেই। ভাবলে বাগানে ফিরে গিয়ে বুড়িকে বলবে তাকে যেন বুড়ি কাছাকাছি

একটা কনেস্টবলের কাছে পেঁাছে দেয়, কিন্তু কোথায় বাগান, কোথায় বা বুড়ি — কারো কোনো চিহ্ন নেই। কী করা যায় এখন? অভ্যেস মতো জেন্যা প্রায় কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল আর কি, নাকটা কুঁচকেও এসেছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফুলটার কথা।

'তাই তো, দেখাই যাক না কেমন এটি সাতরঙা ফুল!'

তাড়াতাড়ি করে জেন্যা হলদে পাপড়িটি ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললে:

আমি যেন রুটিগুলোসমেত বাড়ি পেঁাছে যাই!'

কথাগুলো বলতে না বলতেই জেন্যা একেবারে বাড়িতে এসে হাজির, হাতে তার রুটি ভর্তি থলে।

মাকে রুটি দিয়ে জেন্যা মনে মনে ভাবলে, "সত্যিই তো এটা এক আশ্চর্য ফুল, এক্ষুণি এ ফুল সাজিয়ে রাখতে হবে সবচেয়ে সুন্দর ফুলদানিটিতে!"

কিন্তু জেন্যা তো লম্বায় মোটেই বড়ো নয়, তাই চেয়ারের ওপর চেপে হাত বাড়ালে মায়ের সবচেয়ে সখের ফুলদানিটির দিকে। ফুলদানিটি ছিল একেবারে সবচেয়ে ওপরের তাকে। ঠিক সেই সময়, হবি তো হ', জানলার ওপাশে উড়ে এল এক ঝাঁক কাক। বোঝাই যায়, ঠিক কটা কাক, সাতটা না আটটা, তা জানবার ইচ্ছে জেন্যার তো হবেই। মুখ হাঁ করে জেন্যা তার আঙুল মুড়ে মুড়ে গুনছে, ওদিকে ফুলদানিটি দুম করে ফসকে পড়ল নিচে, একেবারে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

'আবার একটা কিছু ভাঙলি, অকম্মার ধাড়ী!' রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন মা, 'আমার সখের ফুলদানিটাই বুঝি?'

জেন্যা চেঁচিয়ে বললে, 'না, না মা, কিছু ভাঙি নি, ভুল শুনেছ!' আর তাড়াতাড়ি করে লাল পাপড়িটা ছিঁড়ে ফেলে গুনগুন করলে:

'পাপড়ি আমার, যা উড়ে যা,
পূবপশ্চিম যা ঘুরে যা,
যা উত্তর, যা দক্ষিণ,
সাঙ্গ করে প্রদক্ষিণ
যেই না এসে পড়বি ভুঁইয়ে —
ইচ্ছে উঠুক সফল হয়ে।

মায়ের সখের ফুলদানিটি জুড়ে যাক!'

কথাটা বলতে না বলতেই টুকরোগুলো গায়ে গায়ে এঁটে আগের মতো জুড়ে গেল।

মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে দেখেন, ফুলদানিটা যেমন ছিল তেমনি আছে, কিছুই যেন হয় নি। তা সত্ত্বেও অবিশ্যি আঙুল উ'চিয়ে ধমক দিলেন মা, জেন্যাকে খেলতে পাঠালেন বাইরে।

জেন্যা বাইরে এসে দেখে ছেলেরা খেলছে। পুরনো সব তক্তায় বসে আছে সবাই, বালির মধ্যে খু'টি পোঁতা।

'এই ছেলেরা, আমায় খেলতে নে না!'

'ইস্, খুব যে সখ! দেখছিস না, এটা হল উত্তর মেরু! উত্তর মেরুতে আমরা মেয়েদের নেব না।'

'উত্তর মেরু কোথায়? এ তো কেবল তক্তা!'

'তক্তা নয়, তুষার দ্বীপ। যা পালা, গণ্ডগোল করিস না! এখন আমাদের বলে জোর শুরু হয়েছে।'

'নিবি না খেলতে?'

'না নেব না, পালা!'

'বয়েই গেল। তোদের দরকার নেই, এমনিতেই আমি এক্ষুণি উত্তর মেরুতে চলে যাব দেখিস। তবে তোদের মতো নয়... তোরা তখন কাঁচকলাটি খাবি!'

জেন্যা একটু সরে গিয়ে ফটকের নিচে দাঁড়িয়ে ফুলটি বার করলে, নীল পাপড়ি ছি'ড়ে ফেলে বললে:

'পাপড়ি আমার, যা উড়ে যা,
পূবপশ্চিম যা ঘুরে যা,
যা উত্তর, যা দক্ষিণ,
সাঙ্গ করে প্রদক্ষিণ
যেই না এসে পড়বি ভুঁইয়ে —
ইচ্ছে উঠুক সফল হয়ে।
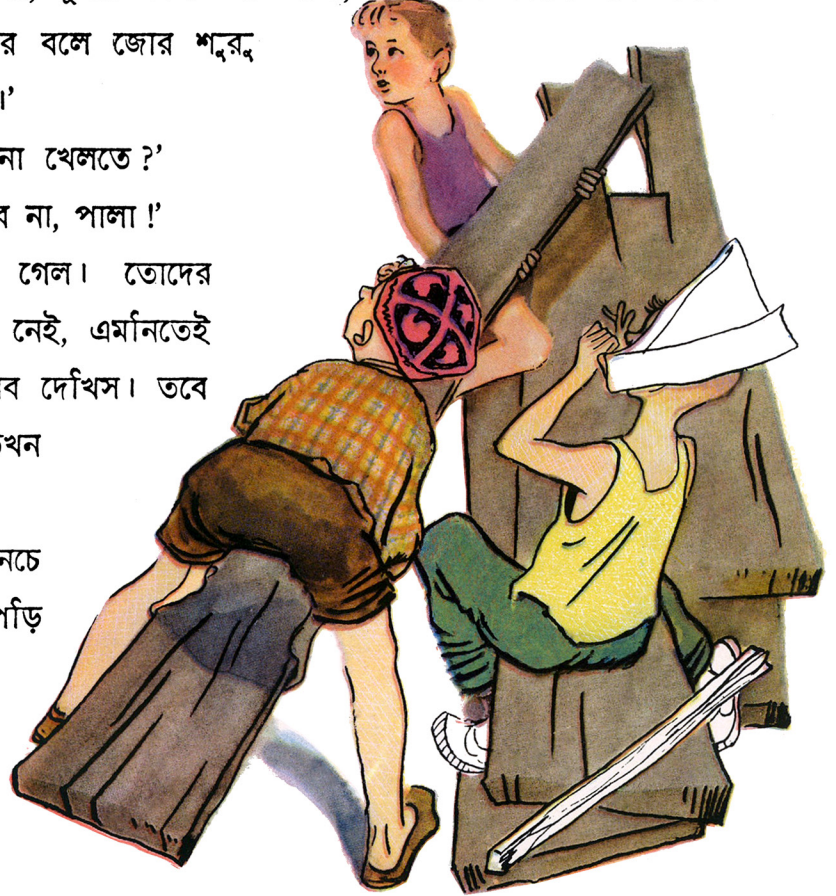
এক্ষুণি যেন আমি উত্তর মেরুতে চলে যাই !'

কথাটা বলতে না বলতেই হঠাৎ কোথা থেকে যেন ছুটে এল তুষার ঝড়, উধাও হল সূর্য, ভয়ঙ্কর রাত চারিদিকে, পায়ের নিচে পৃথিবীটা ঘুরছে লাট্টুর মতো।

জেন্যার গায়ে ছিল গরমকালের হালকা ফ্রক, খালি পা — ওই অবস্থাতেই একা একা উত্তর মেরুতে থাকা কম কথা নয়ত। ঠাণ্ডা সেখানে শূন্যের নিচে একশ ডিগ্রি।

'ওই মা গো! ঠাণ্ডায় মরলুম!' ব
জল তক্ষুণি বরফ হয়ে ঝুলতে লা
আর ঠিক সেই সময় বরফ স্তূপের
ভল্লুক — সোজাসুজি তারা ধাওয়া কর
ছাড়িয়ে যায়। প্রথমটা থমথমেটা, দো
গরগরেটা, চতুর্থ — অতি ধূর্ত, পাঁচ নম্
সপ্তম — একেবারে বৃহত্তম।

ল কাঁদতে লাগল জেন্যা, কিন্তু চোখের
গল নাকের ডগায়।
পেছন থেকে বেরুল সাত সাতটা শ্বেত
লে জেন্যার দিকে, ভয়ঙ্করে একে অপরকে
সরাজন — ঝাঁকড়া লোম, তারপরেটা —
বর — রাগে টম্বর, ছয়েরটা — ভয়েরটা, আর

ভয়ে মরে জেন্যা, তার ফ্যাকাশে আঙুলে সাতরঙা ফুলটা কোনো রকমে ধরে সবুজ পাপড়িটা ছিঁড়ে ফেলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল:

'পাপড়ি আমার, যা উড়ে যা,
পূবপশ্চিম যা ঘুরে যা,
যা উত্তর, যা দক্ষিণ,
সাঙ্গ করে প্রদক্ষিণ
যেই না এসে পড়বি ভুঁইয়ে —
ইচ্ছে উঠুক সফল হয়ে।

ফের যেন এক্ষুণি আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় চলে যাই!'

অমনি বাড়ির সামনে ফিরে এল জেন্যা। ছেলেরা কিন্তু তাকে দেখে হাসাহাসি করে।

'কী রে, কোথায় তোর উত্তর মেরু?'

'গিয়েছিলাম সেখানে।'

'কই দেখি নি তো। দেখা, তবে বুঝি!'

'এই দ্যাখ না, এখনো বরফ লেগে আছে।'

'বরফ নয়, কাঁচকলাটি! খেয়েছিস তো!'

ভারি রাগ হল জেন্যার। ভাবলে ছেলেগুলোর দিকে আর ঘেঁষবে না। গেল সে অন্য দিকে মেয়েদের সঙ্গে খেলতে।

এসে দেখে, মেয়েগ্নলোর নানা রকম খেলনা। কারো কাছে ঠেলাগাড়ি, কারো কাছে বল, কারো কাছে স্কিপিঙ, কারো বা তিনচাকার সাইকেল, আর একজনের না — মস্ত একটা ডলপ্নতুল, কথা কয়, মাথায় স্ট্রয়ের টুপি, পায়ে কী স্নন্দর হাই ব্নট। ভারি দ্নঃখ হল জেন্যার। বলতে কি, হিংসেয় চোখদ্নটো তার হলদেটে হয়ে উঠল একেবারে ঠিক বেড়ালের মতোই।

ভাবে, “দাঁড়াও না, দেখাচ্ছি প্নতুল কাকে বলে!”

সাতরঙা ফুলটি নিয়ে কমলা রঙের পাপড়িটি ছিঁড়ে ফেলে জেন্যা বললে:

'পাপড়ি আমার, যা উড়ে যা,
পূবপশ্চিম যা ঘুরে যা,
যা উত্তর, যা দক্ষিণ,
সাঙ্গ করে প্রদক্ষিণ
যেই না এসে পড়বি ভুঁইয়ে —
ইচ্ছে উঠুক সফল হয়ে।

দুনিয়ার যত খেলনা আছে সব হোক আমার!'

অমনি, কোত্থেকে কে জানে, চারিদিক থেকে যত খেলনা ধেয়ে এল জেন্যার দিকে।

জানা কথা, সবার আগেই এল ডলপুতুলগুলো, পটপট শব্দ করে চোখ পিটপিট করে আর অনবরত মিউমিউ করে বলে, “মা, বাবা!” “মা, বাবা!” প্রথমে জেন্যার ভারি আনন্দ হল, কিন্তু পুতুলগুলো সংখ্যায় এত যে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির সামনেটা, গলিটা, দুটো রাস্তা আর চকের অর্ধেকটা

ভরে গেল। পা ফেলবার জো নেই। চারিদিক থেকে পুতুলগুলোর বুলি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। তোমরাই ভেবে দেখো, পঞ্চাশ লাখ কথা-কইয়ে ডলপুতুল থাকলে কী ভয়ানকই না গোলমাল হতে পারে। আর জেন্যার পুতুলগুলো তো সংখ্যায় এর কম নয়। তার ওপর সে শুধু

মস্কোর দোকানের পুতুল। লেনিনগ্রাদ, খার্কভ, কিয়েভ, ল্ভভ আর অন্যান্য সব সোভিয়েত শহর থেকে পুতুলেরা তখনো এসে পেঁছতে পারে নি, সোভিয়েত দেশের সমস্ত রাস্তা জুড়ে তারা একেবারে কাকাতুয়ার মতো সোরগোল লাগিয়েছে। জেন্যার খানিকটা ভয়ই হল। কিন্তু এ তো

সবে শুরু। পুতুলের পেছন পেছন আপনা আপনিই এসে জুটতে লাগল বল, বেলুন, তিনচাকার সাইকেল, খেলনা ট্র্যাক্টর, মোটরগাড়ি... স্কিপিঙের দড়ি কিলবিল করে এল সাপের মতো, লোকের

পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল, আর ভয়পাদুরে পুতুলগুলো আরো জোরে মিউমিউ করতে শুরু করলে। হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল লাখ লাখ খেলনা এরোপ্লেন আর গ্লাইডার। শিউলি ফুলের মতো আকাশ থেকে ঝরতে লাগল যত খেলনা প্যারাশুটিস্ট, টেলিফোনের তারে আর গাছের ডালপালায় ঝুলতে লাগল। শহরের গাড়ি ঘোড়া থেমে গেল, ট্রাফিক পুলিসেরা লাইট পোস্ট বেয়ে উঠে বসে ভাবতে লাগল কী করবে।

আতঙ্কে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল জেন্যা, 'হয়েছে, হয়েছে, আর চাই না! এ কী কাণ্ড! ইস্, এত খেলনা আমার একেবারেই দরকার নেই। আমি তো ঠাট্টা করে বলেছিলাম। মা গো, ভয় লাগছে আমার...'

কিন্তু বললে আর কী হয়! খেলনা আসছে তো আসছেই। সোভিয়েত দেশের খেলনা ফুরুল তো শুরু হল আমেরিকার খেলনা। গোটা শহর ভরে গেল খেলনায়। জেন্যা যদি ছোটে সিঁড়ির দিকে, খেলনারা ছোটে তার পেছন পেছন। জেন্যা গিয়ে উঠল ঝুলবারান্দায়, খেলনারাও পিছু ছাড়ে না। জেন্যা উঠল একেবারে চিলেকোঠায়, পেছন পেছন খেলনা। জেন্যা একেবারে চালের ওপর উঠে তাড়াতাড়ি বেগুনি পাপড়িটা ছিঁড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি করে বললে:

‘পাপড়ি আমার, যা উড়ে যা,

পূবপশ্চিম যা ঘুরে যা,

যা উত্তর, যা দক্ষিণ,

সাঙ্গ করে প্রদক্ষিণ

যেই না এসে পড়বি ভুঁইয়ে —

ইচ্ছে উঠুক সফল হয়ে।

এক্ষুণি সব খেলনাগুলো ফের দোকানে চলে যাক!’

অমনি অদৃশ্য হল সব খেলনা।

সাতরঙা ফুলটির দিকে চেয়ে দেখে জেন্যা, বাকি কেবল একটি পাপড়ি।

‘ইস্, ছটা পাপড়ি দেখছি খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু কীই বা লাভ হল! যাক গে, এবার বুদ্ধিমানের মতো কাজ করব।’

রাস্তা দিয়ে জেন্যা যায় আর ভাবে:

“কী ইচ্ছে করা যায়? আমি চাইব দুই কিলোগ্রাম ‘ভালুকছানা’ চকোলেট। না, বরং দুই কিলোগ্রাম ‘ঝলমলে’। উহুঁ, বরং এক কাজ করা যাক: বলব আধ কিলোগ্রাম ‘ভালুকছানা’, আধ কিলোগ্রাম ‘ঝলমলে’, একশ গ্রাম হালুয়া, একশ গ্রাম বাদাম, আর আরো, হ্যাঁ, পাভলিকের জন্যে
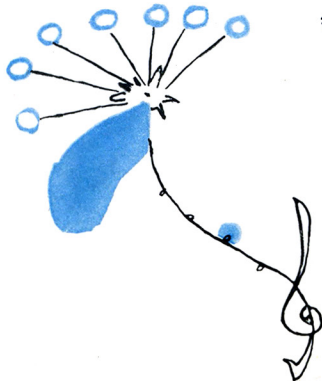
একটি গোলাপী রুটি। কিন্তু তাতে লাভ কী হবে? ধরা যাক, এই সব কিছু নয় খাওয়া গেল। তাহলে সবই তো ফুরিয়ে গেল। না, বরং চাইব তিনচাকার সাইকেল। কিন্তু কী হবে? নয় খানিক চেপে বেড়ালাম, তারপর? আরো ফ্যাসাদ, ছেলেগুলো কেড়ে নেবে। তার ওপর সবাই মিলে চাঁটি মেরে যাবে! উহুঁ, তার চেয়ে বরং সিনেমা কি সার্কাসের একটা টিকিট চাইব। ভারি মজা হবে। নাকি, বরং নতুন একজোড়া স্যাণ্ডাল নেব? সার্কাসের চেয়ে খারাপ হবে না। তবে, সত্যি কথা বলতে, নতুন স্যাণ্ডাল নিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে ঢের ঢের ভালো একটা কিছু চাওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাড়াহুড়ো করা চলবে না।"

এই সব ভাবতে ভাবতে জেন্যার হঠাৎ চোখে পড়ল সুন্দর একটি ছেলে গেটের কাছে বেঞ্চিতে বসে আছে। ভারি মিষ্টি ছেলেটি, দেখেই বোঝা যায় দামাল-দস্যি নয়, জেন্যার ইচ্ছে হল ভাব করে ছেলেটির সঙ্গে। কোনো রকম ভয় না করে জেন্যা একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটির, এত কাছে যে তার দুই কাঁধের ওপর ঝুলন্ত দুই বেণীসমেত নিজের মুখখানা সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার চোখের তারায়।

'এই ছেলে, কী নাম তোমার?'

'ভিত্যা, আর তোমার নাম?'

'জেন্যা। এসো না খেলি।'

'পারব না। আমার পা খোঁড়া।'

জেন্যা দেখল, ভয়ানক মোটা একটা সোল-ওয়ালা বিকট ধরনের জুতো পরে আছে ছেলেটি।

বললে, 'ভারি মন খারাপ লাগছে। ভারি ভালো লেগেছিল তোমায়। কেমন আনন্দ করে দৌড়োদৌড়ি করতুম তোমার সঙ্গে।'

'তোমাকেও আমার বেশ লাগছে। তোমার সঙ্গে ছুটোছুটি করতে পারলে আমারও ভারি ভালো লাগত। কিন্তু সে তো হবার নয়। কোনো উপায় নেই। সারা জীবনের জন্যে।'

'দূর, দূর, একেবারে বাজে কথা!' পকেট থেকে সাতরঙা ফুলটি বার করল। 'দেখো না এবার!'

এই বলে সবশেষের আসমানী রঙের পাপড়িটি ছিঁড়লে, তারপর এক মুহূর্ত চোখের সামনে ধরে উড়িয়ে দিলে। আনন্দে কেঁপে কেঁপে ওঠা গলায় মিহি সুরে গাইলে:

‘পাপড়ি আমার, যা উড়ে যা,
পূবপশ্চিম যা ঘুরে যা,
যা উত্তর, যা দক্ষিণ,
সাঙ্গ করে প্রদক্ষিণ
যেই না এসে পড়বি ভুঁইয়ে —
ইচ্ছে উঠুক সফল হয়ে।

ভিত্যা যেন একেবারে সেরে যায়!’

অমনি বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠল ছেলেটি, জেন্যার সঙ্গে খেলতে শুরু করলে আর এমন চমৎকার ছুট লাগালে যে শত চেষ্টা করেও জেন্যা কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারলে না।

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

Валентин Катаев

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

На языке бенгали